

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ঢাকা, ০৯ এপ্রিল ২০১৭

আয়কর বিভাগের মাসিক রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিতঃ

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় তিনজনকে ‘Commissioner of the Month’ ও ৭ জনকে সেরা কমিশনার ঘোষণা

আয়কর বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাস পর্যন্ত সময়ের রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা বিষয়ক মাসিক রাজস্ব সম্মেলন আজ ০৯ এপ্রিল, ২০১৭ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের সদস্যবর্গ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ মাঠ পর্যায়ের আয়কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর বিভাগের মাসিক রাজস্ব সম্মেলনের শুরুতেই রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), বকেয়া কর আদায়, কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি, অডিট সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি, প্রচেষ্টা নির্ভর ও উৎসে কর আহরণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- বাংলা নতুন বছরে দেশব্যাপী হালখাতা আয়োজন করে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করা। স্লোগান হবে-‘বকেয়া আদায় নয়, পরিশোধ’;
- এনবিআর গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া;
- গত তিন বছরে এনবিআর থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা কার্যকরের উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের সমন্বয় করা;
- ই-টিআইএনধারীর সংখ্যা এখন ২৮ লাখ ১৬ হাজার। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে এনবিআরের মতো রাজস্ববান্ধব, করদাতাবান্ধব ও সেবাবান্ধব হওয়া;
- মাঠ পর্যায়ে কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে তাৎক্ষণিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;
- বৃহৎ করদাতা/ধনী/সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যথাযথ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
- বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে কর সংগ্রহ কার্যক্রম আরো জোরদার করা। যাতে কর ফাঁকি কম হয়।

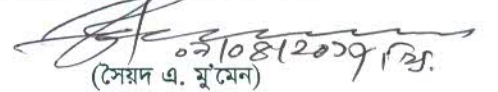
রাজস্ব সম্মেলনে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় তিনজন আয়কর কমিশনারকে ‘কমিশনার অব দ্য মানথ (ফেব্রুয়ারি)’ সহ ১০ কমিশনারকে ‘টপ-টেন’ ঘোষণা করেন। টপ-টেন কমিশনারগণ হলেন, কর অঞ্চল-১১, ঢাকার হুমায়রা সাঈদা, কর অঞ্চল-১০, ঢাকার অপূর্ব কান্তি দাস, কর অঞ্চল-২, ঢাকার কানন কুমার রায়, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম নজরুল ইসলাম, কর অঞ্চল রাজশাহী দবির উদ্দিন, কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম আহমেদ উল্লাহ, কর অঞ্চল খুলনা ইকবাল হোসেন, কর অঞ্চল-৫, ঢাকার হাবিবুর রহমান আখন্দ, কর অঞ্চল-১৪, ঢাকার আ. জা. মু জিয়াউল হক ও কর অঞ্চল-১৫, ঢাকার মাহবুবা হোসাইন। টপ-টেন এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক সূচকে এগিয়ে থাকায় কর অঞ্চল-১১, ঢাকার হুমায়রা সাঈদা, কর অঞ্চল-১০, ঢাকার অপূর্ব কান্তি দাস, কর অঞ্চল-২, ঢাকার কানন কুমার রায় কে ‘কমিশনার অব দ্য মানথ’ ঘোষণা করা হয়।

সভায় আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ওয়ারেন বাফেট এর Tax Us High বা ধনীদের অতিরিক্ত কর দেয়া উচিত- এ আদলে বাংলাদেশেও প্রগোদনামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, কর অঞ্চল, সিলেটে এ প্রচার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ‘চলতি অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালিত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক রাজস্ব সংগ্রহের ধারাবাহিকতা এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে।’

তিনি আরো বলেন, ‘দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের আবহ পৌঁছে গেছে। মানুষ এখন আর খালি পায়ে হাটে না। উন্নয়ন হচ্ছে দুর্বীর গতিতে। দেশের মেগা প্রকল্পগুলো বার্তা দেয়, আমরা উন্নত হচ্ছি। আর এ উন্নতির মূল কুশীলব আমরা। আমরা উন্নয়নের অঙ্গিজেন রাজস্ব সরবরাহ করছি। এ অনুভব হৃদয়ে, মননে কাজে ধারণ করে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করছি।’

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয় অনুরোধ করা হলো।


(সৈয়দ এ. মুমেন)
সিনিয়র তথ্য অফিসার

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক

সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।